মুসলমানদের পরিচয়

আসিয়াছে ঈমানের উপর দজ্জালী ঝড়-তুফান
ঈমানদার মুসলমান হও সাবধান
ছুন্নী ছাত্র ও যুব সেনায় কর যোগদান

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

(কোরআন ও হাদিছের অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন
ও পরিবর্ধনের প্রতিবাদে উক্ত ক্ষুদ্র পুস্তক খানা রচিত হইল)

মাওলানা আকবর আলী রেজভী ছুন্নী আল্‌কাদেরী
গ্রাম—সতরশ্রী, ডাকঘর রেজভীয়া এতিমখানা।
জিলা—নেত্রকোণা,মোমেনশাহী
বাংলাদেশ।

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা-রাছুলিহিল কারীম।

মুছলমানের পরিচয় : কোরআনে পাকে ছুরায়ে মুজাদালার শেষ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত আছে, যে ব্যাক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাছুল নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দুষমনের সহিত মিলামিশা ও ভালবাসা রাখিবে সে মুছলমান নহে। বরং মুছলমান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌ ও রাছুলের দুষমনকে দুষমন জানিবে এবং মিলামিশা, ভালবাসা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে। যদিও আল্লাহ্‌ ও রাছুলের দুষমন মা-বাপ-ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন হয়। যদিও মা-বাপের হক সন্তানের উপর খুবই বেশী, কিন্তু আল্লাহ্‌ ও রাছুলের সামনে মা-বাপ কিছুই নহে।

লক্ষানীয় যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আদেশ করিয়াছেন দাঁড়ী রাখ। এক্ষণে যদি পিতা-মাতা আদেশ করে যে, দাঁড়ী কাট ; তবে পিতামাতার আদেশ অমান্য করিয়া হুজুরে পাকের আদেশ পালন করিতে হইবে। আল্লাহ্‌ পাক আদেশ করিয়াছেন—'নামাজ পড়, রোজা রাখ'। যদি পিতা-মাতা বলেন যে, নামাজ রোজা করিও না ; তখন পিতা-মাতার আদেশ কখনও মান্য করা যাইবে না। কেননা, আল্লাহ্‌ ও রাছুলের হক সকলের উর্ধ্বে। তদ্রূপ, যদি কাহারও পিতা-মাতা কিংবা সন্তানাদি, অথবা ভ্রাতা-ভগ্নি অথবা আত্মীয়-স্বজন অথবা পীর-ওস্তাদ প্রভৃতি কুফুরী করিয়া কাফের হইয়া যায় ; তবে তাহাদের সঙ্গে মিলামিশা ও ভালবাসা রাখা সম্পূর্ণ হারাম ও কুফুরী। উল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফছীর হইতেছে ছাহাবায়ে কেরামের উজ্জ্বল জিন্দেগী।

১। হজরত আবু উবায়দাহ্‌ ইব্‌নে জার্‌রাহ্‌, রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধে আপন বাপ জার্‌রাহ্‌কে কাতল করিয়াছিলেন।

২। হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ সন্তান আবদুর রহমানকে কাফের থাকাকালে পিতা-পুত্রের মধ্যে যুদ্ধের আহ্বান করিয়াছিলেন ; যদিও হুজুরে পাক তাহা বন্ধ করিয়াছিলেন

৩। হজরত মাছআব ইব্‌নে অমীর আপন ভাই আবদুল্লাহ্‌কে কাতল করিয়াছিলেন কুফুরীর কারণে।

৪। হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু আপন মামা আছ ইব্‌নে হেছামকে কুফুরীর কারণে কাতল করিয়াছিলেন।

৫। হজরত আলী ও হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাবিয়ার দুই পুত্র উতবা এবং শুবায়াকে বদর যুদ্ধে কাতল করিয়াছিলেন, যাহারা তাহাদের অতি নিকটতম আত্মীয় ছিল। তফছীরে রুহুল বয়ান এবং খাজায়েনুল এরফান দ্রষ্টব্য।

৬। হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত কালে কোন এক ইমাম সাহেব প্রতি রাকাতে ছুরায়ে আবাছা পাঠ করিত। হজরত ফারুকে আজম ইহার রহস্য জানিতে পারিয়া উক্ত ইমামকে ডাকিয়া আনিয়া কাফের বলিয়া ফতুয়া দান করতঃ কাতল করিয়াছিলেন।

মাছ য়ালা ঃ

এই আয়াতে কারীমার দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র রাছুলের সহিত যাহারা বেয়াদবী করে তাহাদেরকে কাতল করা উচিত। এবং তাহাদের সহিত মিলামিশা-ভালবাসা কিংবা আত্মীয়তা রাখা হারাম। এবং বেঈমানের আলামত। জানা দরকার যে, ভালও চরিত্রবান ছেলে তাহার বাপের দুষমনের সহিত কখনো ভালবাসা রাখিতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির সামনে তাহার পিতাকে কেহ গালী দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি উহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। এক্ষণে, যেই মহান হাস্তির উপর উভয় জাহান তথা সমগ্র মানব মণ্ডলীর মাতৃ ও পিতৃকুল কোরবান, তাহার সুমহান শানের উপর যদি কেহ কটু উক্তি করে কিংবা তাহাকে গালি দেয় তবে অবশ্যই সে হতভাগাকে কাফের ও মোরতাদ জানিয়া কাতল করিয়া দেওয়া উচিত। এই ধরনের লোকদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখা, তাদের সহিত মেলা-মেশা, ভালবাসা কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন রাখা সম্পূর্ণ হারাম। এই শ্রেণীর লোক আলেম

দাবী করিলেও সে নির্ভুল কাফের ও মোরতাদ, কাতালের উপযোগী। যেমন বর্ত্তমান যুগের দজ্জালের লস্কর মৌলুভী নামধারী হাদিছুর রহমান (বি, এ, এম, এম,), তানবীরুল মেশকাত, যাহা বর্ত্তমানে সারা বাংলাদেশের মাদ্রাসা সমূহে আলেম শ্রেণীতে পড়ানো হয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীসহ দ্বিতীয় খণ্ড, কিতাবুস্ সালাত ১৮৭ ও ১৮৮ পৃষ্ঠায় ৯৫১ নং হাদিছের ব্যাখ্যায় উক্ত নামধারী ও বেশধারী মৌলুভী লিখিয়াছে—"নবী আমাদের মতই রক্ত মাংসে গড়া ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা একজন মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষের মত তাহার ভুল-ভ্রান্তি হইতে।" নাউজুবিল্লাহ্! জানিয়া রাখিবেন। এই বাক্যে কয়েকটি কুফুরী শব্দ রহিয়াছে। ১ নং আমাদের মতই, ২ নং রক্ত মাংসে গড়া, ৩ নং সাধারণ ৪ নং মানুষ ৫ নং ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। তন্মধ্যে যে কোন একটি শব্দ দ্বারাই কাফের হইয়া যায়। অথচ একটি মাত্র বাক্যে পাঁচটি কুফুরী করিয়াছে। এত বড় জঘন্য বেয়াদবী তো আবু জাহেল করে নাই। সেই হতভাগা আবু জাহেলের চাইতে ও নিকৃষ্টতর কাফের এই বিষয় বিস্তারিত জানিতে চাহিলে আমার লিখিত কিতাব "নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম—২য় খণ্ড পাঠ করুন।

২ নং আলেম ১ম বর্ষে পড়ানো হয় উক্ত হাদিছুর রহমানের তানবীরুল মেশকাতে আরও লিখিত আছে—নবী আমাদের ঈমানী ভাই।" নাউজুবিল্লাহ্! জানিয়া রাখিবেন! নবী আলাইহিচ্ছালাম যদি ঈমানী ভাই হইয়া থাকেন তবে বিবি আয়েশা ছিদ্দিকা ঈমানী ভাবী হইবেন। অথচ কোরআন পাকে আল্লাহ্ বলেন—নবীর বিবি ঈমানদারগণের মা।' নাউজুবিল্লাহ্! নাউজুবিল্লাহ্! কতবড় জঘন্যতম বেয়াদবী! মনে রাখিবেন! আল্লাহ্ তো আমাদের ঈমান, তবে কি আল্লাহ্ আমাদের বড় ভাই হইবেন? নাউজুবিল্লাহ্! হে ওহাবী! দুষমনের দল! তোমাদের কি আর কোন ভাই নাই দুনিয়ায়, আল্লাহ্ রাছুল ব্যতীত?

৩ নং দাখেল শ্রেণীর পাঠ্য ঐ তানবীরুল মেশকাতে লিখিত—আছে

„নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে হাজির নাজির জানিয়া মিলাদ শরীফে কিয়াম-করা সরাসরি বেদাত।" এই জাহেলে মোবারকাবে বেদাত কারে বলে তাহাই জানে না। যদি জানিত, তবে কোরআন, হাদিছ ও কিতাবাদি পড়িত না। কেননা, বর্ত্তমান যুগের নকশার কোরআন, হাদিছ ও অন্যান্য কিতাবাদি পড়াও বেদাত। মাদ্রাসাও বেদাত। ঐ সমস্ত কিছুই রাছুলে পাকের যুগে ছিলনা। ইহা ভিন্ন আরও বহু বহু কুফুরী আকায়েদ তাহার মধ্যে রহিয়াছে।

৪ নং অপর এক নামের মুসলমান অধ্যাপক গোলাম আযম। সে সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংকলন নামক পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে—"নবী অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন, তিনি অতি মানব ছিলেন না।" নাইজুবিল্লাহ্! সে ব্যক্তি আবার ঐ পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে —"তিনি মাটির মানুষ।" নাউজুবিল্লাহ্!

৫ নং পাঞ্জাবের মিঃ মাওদুদী তার রচিত 'তাফ্হীমুল কোরআনে' লিখিয়াছে—'আল্লাহ্ নবীগণের দ্বারা নিজেই ভুল করিয়াছেন।

৬ নং ভারতীয় দাজ্জাল নয়াদিল্লীর ইসমাঈল দেহলুভী রচিত 'সিরাতে মোস্তাকীম' নামক কিতাবে লিখিয়াছে—"নামাজের মধ্যে জিনার ধারণা করা যায়, সহবাসের ধারণা বেশী ভাল! ঐ নামাজে গরু-গাধার ধারনা ও করা যায়; রাসুলে পাকের ধ্যান-ধারণা নামাজে আসিলে গরু-গাধার ধারণা কিংবা জিনা-সহবাসের ধারণার চাইতে নিকৃষ্ট হইবে এবং নামাজী ব্যক্তি মুশরিক হইয়া যাইবে।" নাউজুবিল্লাহ্!

৭ নং স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যে একটি লেখক ওয়াজেদ আলী 'মানুষ মোহাম্মদ' (সাঃ) নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে সে লিখিয়াছে—'মুহাম্মদ আল্লাহ্র চক্ষু দাস (মানুষ) ও রাসুল। এবং আরও লিখিয়াছে যে, তিনি রাসুল কিন্তু

তিনি মানুষ, আমাদেই মত দুঃখ বেদনা, জীবন-মৃত্যুর অধীন রক্ত-মাংসের গঠিত মানুষ।

৮ নং বর্ত্তমান প্রচলিত নব আবিষ্কৃত স্বপ্ন প্রাপ্ত ছয় ওছুলী তবলীগের প্রবর্তক মৌঃ ইলিয়াছ মেওয়াতী নয়াদিল্লী, ইণ্ডিয়া। সে 'মালফুযাত' নামক পুস্তকে এবং 'দাওয়াতে তাবলীগ' নামক পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে— "কুন্তুম খায়রা উম্মা তিনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন —'হে ইলিয়াছ। তুমি পয়গম্বরগনের মতই লোকদের জন্যে প্রেরিত হইয়াছ। এক জায়গায় বসে তাবলীগ করা চলবে না, দেশে বিদেশে এই কাজ লইয়া ঘুরা-ফিরা করিতে হইবে।" আরও লিখিয়াছে যে, চিল্লা না দিলে মুসলমান হয় না এবং এক চিল্লায় সাত হজের ছওয়াব হয়। এক পয়সা খরচ করিলে সাত লাখ হইতে ঊনপঞ্চাশ কোটি পয়সার ছওয়াব হয়। ইহা ভিন্ন আরও বহু জঘন্য ঈমান নাশক আকীদা রহিয়াছে যেহেতু এই দল ঈমান নাশক বাতেল পন্থী ও জাহান্নামী দলের অন্তর্ভুক্ত।

উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ শরীয়তের মিমাংসায় নির্ভুল কাফের ও মোরতাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত ছালাম-কালাম, যাবতীয় আদান-প্রদান তথা বিবাহ শাদী ইত্যাদি সুস্পষ্টরূপে হারাম।

পাঠকবৃন্দ! জানিয়া রাখিবেন, রাসুলে পাকের শানে যে কথা বেয়াদবী জনক ও অবমাননা কর ঐ কথাকে কোরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক কুফুরী কালাম বলিয়াছেন। ঐ কথা নবীজীর শানে বলিলে কাফের হয়, মুছলমানী চলিয়া যায় এবং কাতলের উপযোগী হয়। যথা—

(১) নবীজীকে মানুষ বলা বেয়াদবী ও কুফুরী। কারণ মানব জাতির প্রথম মানব হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম যাহার পূর্বে আর মানুষ সৃষ্টি করা হয় নাই। হাদিছ শরীফে আছে আদম আলাইহিচ্ছালাম যখন মাটী ও পানিতে মিশ্রিত ছিলেন অর্থাৎ আদমের অস্তিত্বই যখন ছিলনা, তখন তিনি

ছিলেন নবী। ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। জিবরাঈল আমিন নূরের ফেরেস্তা শত সহস্রবার রাছুলে পাকের দরবারে যুবকের বেশে আসিয়াছেন মাথায় কাল চুল, পরিধানে সাদা পোশাক মোটকথা, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু তবু তাহাকে মানুষ বলা হয় না, বলিলে ভুল হইবে, বরং বেয়াদবী হইবে।

২। মানুষের মধ্যে চরিত্রহীন, তথা চোর-ডাকাত, গুণ্ডা বদমাইশ, প্রতারক বা ভণ্ড-ধোকাবাজ এবং মিথ্যাবাদী জেনাকারী ও শরাব খুর, সুদখুর-ঘুষখুর প্রভৃতি শ্রেণীরভেদ রহিয়াছে। কিন্তু নবী ও রাছুলগণের মধ্যে তাহা নাই। এই হেতু, নবীউল্লাহ্, রাছুলুল্লাহ্, এবং হাবীবুল্লাহ্, ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়া অতি আদবের সহিত সম্বোধন করিতে হয়।

৩। যিনি আদম সৃষ্টির পূর্বেই নবী ছিলেন, তিনিই আদম সন্তানের শেষ নবী হজরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামে আকাশের উঠিয়া যাইবার পর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হজরত আবদুল্লাহ্ ও আমেনার মিলনে দুনিয়ায় আসিয়াছেন এই নাকি বেদ্বীন ওয়াহাবী কাটমোল্লার ওয়াজ—নবী আমাদের মতই মানুষ? নাউজুবিল্লাহ্! নাউজুবিল্লাহ!

৪। সাধারণ মানুষের জন্ম মা-বাপের মিলনে হইয়া থাকে। হজরত আদম আলাইহিচ্ছালাম মানব জাতির প্রথম মানব তাঁহারও কি মা-বাপ ছিল? তবে সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া বলা যাইবে।

৫। হজরত হাওয়ার কি মা-বাপ ছিল? তিনি ও কি আমাদের মতই সাধারণ মানুষ নাউজুবিল্লাহ।

৬। হজরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামের ও মা-বাপ ছিল? হজরত মরিয়ম আলাইহিচ্ছালাম 'মা' হইলে বাপের প্রয়োজন ছিল না কি? নাউজুবিল্লাহ্।

যেরূপ হজরত ঈছা আলাইহিচ্ছালামের আমানতের জায়গা ছিল হজরত মরিয়মের পেট মুবারক তদ্রূপ, নূরে খোদা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের আমানতের স্থান ছিল হজরত আমেনা খাতুন রাদিয়াল্লাহু

আনহার পেট মুবারক। ইহার ও শতশত কারণ রহিয়াছে। কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

হে কমবখ্‌ত ওয়াহাবী-নজদী দেওবন্দীগণ! তোমরা যদি সত্যই মুছলমান দাবী করিতে চাও, তবে নবীজীর সঙ্গে বেয়াদবী করা হইতে বিরত থাক। জানিয়া রাখ! আদব মুছলমানের বড় মূলধন।

সাধারণ মুসলমানের ঈমান হেফাজতের জন্য নিম্নে কতগুলি কলমায়ে কুফুর বর্ণনা করা হইল, যথা :—(১) নবীজীকে মানুষ বলা, (২) তিনির শানে মত বলা (৩) তিনিকে সাধারণ বলা (৪) রক্তে মাংসে গড়া বলা (৫) ভুল ভ্রান্তিতে ভরা বলা! (৬) নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে নেতা বলা (৭) নবীর জুতা বলা (৮) নবীর চুল বলা (৯) নবীর পায়খানা বলা (১০) পেশাব বলা (১১) হাত বলা (১২) পা বলা (১৩) থুথু বলা (১৪) পছিনা বা ঘাস বলা (১৫) জামা কাপড় বলা (১৬) মুখ-নাক-কান বলা (১৭) দাড়ী বলা (১৮) আমাদের মত বান্দা বলা (১৯) আমাদের মত মানুষ প্রমাণ করিবার জন্য কোরানের আয়াত "ক্বুল ইন্নামা আনা বাসারুম মিছলুকুম" পাঠ করা কুফুরী, এই আয়াত দ্বারা আমাদের মততো দূরের কথা মানুষ প্রমাণ করিতে পারিবে না এমন আলেম পয়দা হয় নাই এবং হইবেও না। (২০) হুজুর পাকের শান ছোট প্রমাণ করিবার জন্য কোরআন পাঠ করা হারাম ও কুফুরী। (২১) দাঁত ভাঙ্গা নবী বলা (২২) নবীজী গায়েব জানেন না বলা মুনাফেকী ও কুফুরী (২৩) হাজির নাজির না মা'না (২৪) তাজিমী-কিয়াম অস্বীকার করা কুফুরী (২৫) নবীজীকে ভাই বলা (২৬) মাটির মানুষ বলা (২৭) নূর না মানা (২৮) নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে আল্লাহ বলা বা আল্লাহর সমান জানা শেরেক ও কুফুরী (২৯) আল্লাহর শরীক জানা কুফুরী ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত কথাগুলী বেয়াদবী ও কুফুরী। ফলকথা যে কোন প্রকার বেয়াদবীই কুফুরী। অন্তরের ভালবাসার নাম ঈমান। অন্তরের সহিত যে

ভালবাসে সেই মোমেন ও দোযখ হইতে মুক্ত খালাস। মাদ্রাসায় পড়িয়া আলেম হওয়া সহজ কিন্তু মোমেন হওয়া কঠিন। এই বিষয় বুঝিতে হইলে আমার লিখিত তাফছিরে রেজভীয়া 'সুন্নীয়া সংগ্রহ করুন। কোরআনে করিমের তাফছিরে যেন বেহেস্তের শান্তি পাওয়া যায়। এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের মহান ও বেমিছাল শান ও মান পাওয়া যায়।

হে প্রিয় মুছলমান ভাতৃবৃন্দ! মনে রাখিবেন নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে পাইলেই আল্লাহকে পাওয়া যায়।

বাংলার সরল প্রান ছুন্নী মুসলমানদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ঢাকা হইতে মুফতী মাওলানা মুনসুরুল হক "রেজভী ফেতনা ও তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদের জওয়াব" নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়াছে। উক্ত পুস্তকের লেখক মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক প্রথমেই মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে কাফের বলিয়া ফতুয়া দিয়াছে, সঠিকই দিয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র দেওবন্দী এবং মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক ও দেওবন্দী। এই হিসাবে তাহারা উভয়েই ভাই ভাই। আর নতুন ফেতনার প্রবর্ত্তক নয়া-দিল্লীর মেওয়াত নামক গ্রামের অধিবাসী মৌলভী ইলিয়াছ নবুওয়াতের দাবীদার স্বপ্ন প্রাপ্ত ছয় উছুলের তাবলিগের প্রকাশক ও দেওবন্দী।

ইসলাম ধর্মে কুফুরীমূলক আকিদা দেওবন্দীদের থেকেই বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মনসুরুল হক বাঁস বেরলী শরীফের অদ্বিতীয় আলেম যার তুলনা পাক-ভারতে নাই। শুধু অদ্বিতীয় আলেমই নয় বরং বেমিছাল অলী ও আশেকে-রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। তাঁহাকেও ইংরেজদের দালাল বলিয়া আক্রমন করিয়াছে। নাআউজুবিল্লাহ্। এই মনছুরুল হক দেওবন্দী, দেওবন্দীদের কুফুরী আকিদা ঢাকিয়া রাখার জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু পায়খানাতে নাড়া দিলে বেশী দুর্গন্ধই প্রাকাশ পায়। আলা হজরত ফাজেলে বেরলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দেওবন্দীদের কুফুরী আকায়েদের কারণে দেওবন্দীদের উপর কুফুরী ফতুয়া মক্কা, মদিনা শরীফ ও পাক-

ভারতের আলেমগণের দ্বারা করাইয়াছেন তাহা একে বারেই নির্ভুল সত্য। দেওবন্দীদের উপর এই কুফুরী ফতুওয়া, কিতাব আকারে বিশ্বজগতে মওজুদ আছে। আর দেওবন্দীদের কুফুরী আকায়েদ তাহাদের পুস্তকাদিতে এখনও মওজুদ রহিয়াছে। দেওবন্দীরা জাহেরে মুসলমানী দেখায় কিন্তু বাতেনে কুফুরী আকিদায় পরিপূর্ণ। যথা :—(১) আল্লাহ মিথ্যা বলিতে পারে (২) নামাজের মধ্যে জিনার ধারনা করা যায় সহবাসের ধারনা বেশী ভাল ঐ নামাজে গরু গাধার ধ্যায়ান ধারনা করা যায় কিন্তু রাসুলে পাকের ধ্যায়ান আসিলে জিনা-সহবাস গরু গাধার ধ্যায়ান ধারনার চাইতে নিকৃষ্ট ও মুশরেক হইবে। (৩) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের চাইতে শয়তানের এলেম বেশী। (৪) নবী আল্লাহর সামনে চামারের চাইতে নিকৃষ্ট। (৫) নবীর এলমে গায়েব ছোট-ছেলে পাগল-ছাগল এমনকি চতুষ্পদ জন্তুও জানে। (৬) নবী আমাদের মতই দোষে-গুনে সাধারন মানুষ। দেওবন্দীদের ৭০টি কুফুরী আকায়েদ হইতে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করিলাম। মনসুরুল হক নবীজির এলমে গায়েব না থাকার দলীল যাহা লিখিয়াছে ইহাতে তাহার মূর্খ্যতার পরিচয় হইয়াছে। আরো যাহা কিছু লিখিয়াছে ইহাতে সম্পূর্ণ জাহেলীয়ত ও ওহাবীয়ত প্রকাশ হইয়াছে। সমর্থনকারীগণ ও দেওপাশ। দেওবন্দী ওহাবী মনসুরুল হকের জাতী ভাই।

উপরোল্লিখিত বিষয় বস্তু প্রমাণের জন্য বাংলার রাজধানী ঢাকাতে সরকারী আদেশক্রমে সময় সাপেক্ষে নিরপেক্ষ উচ্চ পদস্থ অফিসারের সভাপতিত্বে বাহাছ করিবার জন্য তৈয়ার আছি। যদি দেওবন্দীদের কুফুরী আকায়েদ প্রমাণ করিতে না পারি তবে সরকারী আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইব। এই মর্মে দস্তখত করিলাম।

আহকার—
মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী আল্ কাদেরী।
সাং সতরশ্রী, পোঃ রেজভীয়া এতিমখানা
জেলা : নেত্রকোনা, মোমেনশাহী।